International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-II, September 2017, Page No. 21-33
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

কাশ্মীর সমস্যার আলোকে ভারত পাক-সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি

ত্রিদিব শঙ্কর ধাড়া
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক, বহিত্রকুণ্ডা হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক), প্রাক্তন আংশিক সময়ের শিক্ষক, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

'Kashmir Issue' is one of the important obstacles to the way of friendly relationship between India and Pakistan. This problem has been thrilling the South Asian politics for a long period. Any kind of permanent solution of this issue has not appeared till now since the post independence period. As a result this beautiful, quite, charming and wonderful Kashmir valley, a 'Paradise of Earth' has turned into a land of fear and panic. This land has become a platform of war where soldiers and terrorists are fighting with each other now and then. I have tried to highlight some following subjects in the present article. –

1. *Examined the actual sources of the Kashmir problem and also explained what was the hidden object and role of the powerful states (U. S. A & China) behind the Kashmir Crisis.*
2. *Illustrated how some important issues like war, terrorist activity, peaceful process, Confidence Building Measures (CBMs) and some statements of political leaders affect Indo-Pak relation in different times.*
3. *Highlighted the contemporary scenario, issues (such as Terrorist attack on Uri & pilgrims of Amarnath Yatra, Surgical Strike, debate on Burhan Wani & Kulbhushan Yadav, China-Pakistan Economic Corridor and Doklam) and dynamic trend of relation between India and Pakistan.*
4. *At least I have tried to find out a reasonable and realistic way which can solve the Kashmir issue.*

Key words: Kashmir Issue, War, Terrorist, Powerful, Peaceful Process, Confidence Building Measures, Contemporary.

ভূমিকা (Introduction) : প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে সুসজ্জিত কাশ্মীর উপত্যকা, প্রকৃতি প্রেমিক মানুষের কাছে এক আকর্ষণীয় জায়গা। যেখানে প্রকৃতি তাঁর অকৃপণ হস্তে সমস্ত কিছু উজাড় করে দিয়েছে, যা দিয়ে অভিনব নান্দনিক সৌন্দর্যে সেজে উঠেছে অপরূপা সুন্দরী কাশ্মীর উপত্যকা। কাশ্মীর উপত্যকার সৌন্দর্যের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। যার জন্য কাশ্মীর মর্ত্যের "ভূস্বর্গ" হিসাবে পরিচিত। আজ বিভিন্ন কারণে এই ভূস্বর্গ কার্যত নরকে পর্যবসিত হয়েছে। গুলি, বোমার আওয়াজ ও বারুদের গন্ধে শান্ত, স্নিগ্ধ নির্মল কাশ্মীর উপত্যকা আজ অশান্ত ও

উত্তপ্ত। সাধারণ নাগরিকরা আজ আতঙ্কিত ও শিহরিত। আজকের কাশ্মীর কার্যত এক "মৃত্যুপুরীতে" পরিণত হয়েছে। যেখানে মানুষের নিরাপত্তা বিপন্ন, বন্দুকের গুলি যে কোন সময় মানুষের অমূল্য জীবন কেঁড়ে নিতে পারে।
কাশ্মীর সমস্যা আজকে শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তানের স্বার্থের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এই সমস্যা দক্ষিণ এশিয়া সহ সমগ্র বিশ্বের সমস্যা। বিশেষ করে এই সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ। এই সমস্যা কে শিখণ্ডী করে এরা তাদের অস্ত্র ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট। আমরা বর্তমান নিবন্ধে কাশ্মীর সমস্যার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত চলমান ঘটনা প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির ওপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি।

ভৌগলিক অবস্থান (Geographical Location) : কাশ্মীর সমস্যা কে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে চাইলে এর ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া জরুরী। কাশ্মীর এমন এক স্থানে অবস্থিত যার চারিদিক বেষ্টন করে রয়েছে, ভারত,পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটি জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখ এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। শ্রীনগর এই রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ও জম্মু এই রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। এই রাজ্যের পাশেই অবস্থিত পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত 'আজাদ কাশ্মীর' ও গিলগিট-বালটিস্তান। অপরদিকে চীনের প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত 'অক্ষয় চীন'। এভাবেই ওই এলাকায় তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পাশাপাশি কায়েম হয়েছে। এই ভৌগলিক চিত্র প্রমাণ করে এখানে সমস্যা ও বিরোধ তৈরির উপযুক্ত রসদ রয়েছে।

জনসংখ্যাগত অবস্থান (Demographic Location) : ২০১১ সালের আদামসুমারি অনুযায়ী জম্মু কাশ্মীর রাজ্যটির মোট জনসংখ্যা প্রায় ১.২৫ কোটি, পুরুষের সংখ্যা ৬৬,৪০,৬৬২ জন ও মহিলা জনসংখ্যা যথাক্রমে ৫৯,০০,৬৪০ জন।[১] রাজ্য ভিত্তিক ধর্মীয় তথ্য- ২০১১ অনুযায়ী এই রাজ্যে ৬৮.৩১ শতাংশ মানুষ মুসলিম ও ২৮.৪৪ শতাংশ মানুষ হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[২] জম্মু কাশ্মীর রাজ্যটি ২২ টি জেলায় বিভক্ত। এই রাজ্যের বেশিরভাগ জেলা মুসলিম অধ্যুষিত। তবে চারটি জেলা জম্মু,(হিন্দু -৮৪.২৭%, মুসলিম -৭.০৩%) সাম্বা,(হিন্দু -৮৬.৩৩%, মুসলিম -৭.২০%) কাথুয়া (হিন্দু -৮৭.৬১%, মুসলিম -১০.৪২%) ও উদ্যমপুর (হিন্দু -৮৮.১২%, মুসলিম -১০.৭৭%) জেলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে লে জেলায় (হিন্দু -১৭.১৪%, মুসলিম -১৪.২৮% ও বৌদ্ধ -৬৬.৪০%) বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ বেশি বসবাস করে।[৩] জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের তিনটি বিভাগের মধ্যে কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম অপরদিকে জম্মুতে বসবাসকারী মানুষের অধিকাংশ হিন্দু। লাদাখে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের মানুষের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[৪] এই ধর্মীয় জনসংখ্যাগত অবস্থান রাজনৈতিক বিরোধের অন্যতম শিকড় হিসাবে কাজ করছে।

কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভিমত (Opinion of India and Pakistan on Kashmir issue) : কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের পরস্পর বিরোধী অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার মূল কারণ লুক্কায়িত রয়েছে। তাই ভারত পাক সম্পর্কের সমস্যাকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে হলে কাশ্মীর সম্পর্কে দুই দেশের পরস্পর বিরোধী মত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া জরুরী।

ভারতের অভিমত (Indian point of view) : জম্মু কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ অংশ। ভারতের অভিযোগ পাকিস্তানের মদতে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ও কট্টর মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন(লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-মুহাম্মদ প্রভৃতি) উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শান্ত কাশ্মীর কে অশান্ত করে চলেছে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ জনজীবন কে বিশৃঙ্খল করবার জন্য পরিকল্পিতভাবে ভারতের জনজীবনে এক সন্ত্রাসের আবহ তৈরির অশুভ প্রচেষ্টায় তাঁরা ব্রতী রয়েছে।

- কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হতে পারে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে।
- কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে কোন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কে ভারত সমর্থন করে না।

জম্মু ও কাশ্মীর শুধুমাত্র ভারতরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ অংশ তাই নয়, এটি ভারতরাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য। 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা' ও 'বহুত্ববাদ' ভারতীয় চিরায়ত দর্শনের মূল বুনিয়াদ। যার ওপর একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ভারত দাঁড়িয়ে আছে। এই দর্শনের জন্য তামাম বিশ্বে ভারত প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনের শিকড় ভারতীয় সমাজের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের এক উজ্জ্বল নিদর্শন জম্মু ও কাশ্মীর। সারা ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও জম্মু ও কাশ্মিরে কিন্তু মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা যে, শুধু তাত্ত্বিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর বাস্তবায়ন প্রকৃত অর্থে ঘটেছে তা দৃশ্যমান হয় ভারতরাষ্ট্রে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নাগরিকদের নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ্য জীবনযাপনের মধ্যে। তাই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় দর্শনকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে জম্মু ও কাশ্মীর।[৫]

পাকিস্তানের অভিমত (Pakistan point of view) : অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ভারত বিভাজনের পিছনে দ্বি-জাতিতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেইসময় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলি ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর বাইরে ৫৬২ এর মতো দেশীয় রাজাদের শাসিত এলাকা ছিল, যাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল তাঁরা চাইলে ভারত কিংবা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অথবা স্বাধীন ভাবে তাঁরা তাদের এলাকার শাসন করতে পারে। জম্মু কাশ্মীর ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা কিন্তু এর রাজা ছিলেন একজন হিন্দু। পরবর্তীকালে এখানকার হিন্দু রাজা হরি সিং এর ইচ্ছায় জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

- পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারত অন্তর্ভুক্তি কে কখনো সমর্থন করে না। পাকিস্তানের মতে জুনাগড় ছিল একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। তাঁর মুসলিম শাসক পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল কিন্তু সেখানকার শাসকের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে তা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাই পাকিস্তান মনে করে জম্মু ও কাশ্মীর যেহেতু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা তাই তা ভারতের নয় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। পাকিস্তানের অভিমত হল কাশ্মীর তাদের এক জাতীয় পরিচিতি, একে বাদ দিয়ে ভারত বিভাজন ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা দুটি অসম্পূর্ণ।
- পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যুকে আন্তর্জাতিক স্তরে উত্থাপন করতে চায়। পাকিস্তান চায় ১৯৪৮ সালের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রেজোলিউশন কে বাস্তবায়িত করা হোক। যেখানে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে স্বাধীন গণভোটের প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে।
- পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ চায়।

কাশ্মীর সমস্যা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (Kashmir Crisis and United Nation) : কাশ্মীর সমস্যার প্রাক লগ্নে ভারতবর্ষের আহ্বানে প্রথম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করেছিল। পাকিস্তান যখন সশস্ত্র হানাদার ও সেনাবাহিনী দ্বারা কাশ্মীর দখল করবার জন্য উদ্যত হয়েছিল, এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তান সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দুটি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে সামিল হয়েছিল। সেইসময় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারি পাকিস্তানের আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিল। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন তৈরি করেছিল। এই কমিশনের নাম রাখা হয়েছিল **United Nation Commission on India and Pakistan (UNCIP)**। এই কমিশনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা ও কিভাবে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় তাঁর উপযুক্ত পথের অনুসন্ধান করা। এই কমিশন শেষপর্যন্ত ১৩ই আগস্ট ১৯৪৮ সালে একটি রেজোলিউশন পাশ করেছিল। যেখানে যুদ্ধ বন্ধ ও অবিলম্বে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে একটি গণভোটের ও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে যুদ্ধবিরতি কার্যকারী হয়েছিল ১লা জানুয়ারি ১৯৪৯ সাল থেকে।[৬] যুদ্ধবিরতি এলাকা নির্ধারণের

জন্য **United Nation Commission on India and Pakistan (UNCIP)** একটি তত্ত্বাবধয়ক টিম পাঠিয়েছিল। শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধবিরতি এলাকাই নিয়ন্ত্রণ রেখার সীমা (LOC) হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ও একাধিক উদ্যোগ থাকা স্বত্ত্বেও কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে কোন ইতিবাচক পথের সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধ এবং ভারত পাক সম্পর্ক (War and Indo-Pak Relation) : মানুষ তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একথা উপলব্ধি করেছে যে, যুদ্ধের দ্বারা কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী তথা ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ **আব্দুল কালামের** একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি :

"War is never a lasting solution for any problem". -A. P. J. Abdul Kalam [৭]

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, রাষ্ট্র নেতারা এখনো তা উপলব্ধি করতে পারেনি অথবা উপলব্ধি করে ও নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে যুদ্ধ নামক ধংসাত্মক অস্ত্র কে এখন ও প্রয়োগ করে থাকে। এর ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাধারণ নাগরিক আর উপকৃত হয় অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। পাকিস্তান তাঁর জন্মলগ্ন থেকে কাশ্মীর দখলের যে সুপ্ত স্বপ্নে মোহগ্রস্ত রয়েছে তাঁর বাস্তবায়ন আজও হয়নি। সেই ঘুমন্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কখনও পাকিস্তান ভারত কে হুমকি প্রদান করে, কখনো বা ছায়াযুদ্ধে লিপ্ত হয়, আবার কখনো ও প্রকাশ্য যুদ্ধে সামিল হয়। কাশ্মীর কে কেন্দ্র করে ভারত পাক সম্পর্কের ঠাণ্ডা লড়াই আজও অব্যাহত রয়েছে।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার (১৯৪৭-৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯)দুটি রাষ্ট্র যুদ্ধে সামিল হয়েছে। পাকিস্তান সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেই সেই বছর কাশ্মীর দখল করবার জন্য পরিকল্পিত ভাবে কাশ্মীরে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। তখন তৎকালীন কাশ্মীরের হিন্দু রাজা ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। শেষপর্যন্ত হিন্দু রাজা হরি সিং ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রতিশ্রুতি দিলেই ভারত কাশ্মীর কে রক্ষা করার জন্য সেনা পাঠিয়েছিল। যার পরিণতিতে সদ্য স্বাধীন দুটি রাষ্ট্র প্রথমবার একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হয়েছিল। সর্বশেষ পর্যায়ে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপে দুটি রাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়েছিল। এর ফলে দেশিয় রাজ্য হিসাবে কাশ্মীরের পরিচিতি বিলুপ্ত হয়। লাইন অফ কন্ট্রোল বরাবর জম্মু কাশ্মীরের এলাকা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ এলাকার ওপর পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজাদ কাশ্মীর, গিলগিট ও বালটিস্তান এর ওপর পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত অবশিষ্ট জম্মু কাশ্মীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান কাশ্মীরের কিছু এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হওয়ায় পাকিস্তানের কাশ্মীর দখলের সুপ্ত ইচ্ছা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করতে শুরু করেছিল। এরপর একের পর এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তান কাশ্মীর দখলে ক্রমশ উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান পুনরায় কাশ্মীর দখলের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। পাকিস্তান চেয়েছিল কাশ্মীরে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে, যাতে কাশ্মীরের জনগণ ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই অপারেশনের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছিল **'Operation Gibraltar'**। শেষপর্যন্ত দুটি দেশ দ্বিতীয় বারের জন্য যুদ্ধে সামিল হয়েছিল। আবার ও নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে ভারত ও পাকিস্তান বিবদমান দুটি পক্ষ যুদ্ধবিরতি নীতিতে সম্মতি প্রদান করেছিল। সেইসময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী Alexci Kosygin এর মধ্যস্থতায় দুটি পক্ষকে আলোচনার টেবিলে বসানো সম্ভব হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ১০ ই জানুয়ারি ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, যা 'তাসখন্দ চুক্তি' নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান।[৬]

১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের দাবিতে লড়াই সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। সেইসময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির নির্দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে সামিল হয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামে ভারত সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই যুদ্ধের সমাপ্তির মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 'বাংলাদেশের' আবির্ভাব ঘটেছিল।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। ১৯৯৯ সালের মে জুলাই মাসে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের মধ্যেকার এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের কাশ্মীর জেলায় পাকিস্তানি ফৌজ ও কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মিলিতভাবে নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতীয় সীমানায় অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছিল এবং ভারতের বেশকিছু এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছিল। ভারতবর্ষ তাঁর এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধে সামিল হতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী যৌথভাবে এই অভিযানে সামিল হয়েছিল। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল **"অপারেশন বিজয়"** শেষপর্যন্ত ভারত এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল ও তাঁর হৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তান কিন্তু এই যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিল। তাঁরা কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলির ওপর এই যুদ্ধের দায়ভার অর্পণ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তীকালে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতীয় সীমানায় অবৈধ প্রবেশ ও নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার পেছনে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদত ছিল। এভাবেই পাকিস্তান কাশ্মীরের অশান্তির নেপথ্যে নানা ধরণের ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্রের কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছে কিন্তু প্রকাশ্যে তা স্বীকার করতে চায় না। প্রতিটি যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজয় বরণ করলে ও কাশ্মীর দখলের মানসিকতা মন থেকে পরিত্যাগ করতে পারেনি।

সন্ত্রাসবাদ ও ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক (Terrorism and Indo-Pak Relation) : পাকিস্তান দেশটির সঙ্গে "সন্ত্রাসবাদ" এই শব্দটির নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। কারণ একাধিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন পাকিস্তানের মুক্ত জল হাওয়ায় ক্রমশ অবাধে বেড়ে উঠছে।সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গুলির বেড়ে উঠবার ক্ষেত্রে পাকিস্তান আদর্শ উর্বর ভূমি। লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-মুহাম্মদ এর মতো একাধিক জঙ্গি সংগঠন পাকিস্তানের মাটিতে তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে। একাধিক সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি নেতার নিয়ত অবাধ বিচরণ রয়েছে পাকিস্তানের মাটিতে। সেখানকার সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে পাকিস্তানের মাটি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একদা বিশ্বের প্রথম সারি সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠন ও আল কায়দার শীর্ষ নেতা ও সন্ত্রাসবাদী দুনিয়ার কুখ্যাত নায়ক বিন লাদেন নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে আত্মগোপনের জন্য পাকিস্তানের মাটিকে বেঁছে নিয়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত **'Operation Neptune Spear'** এর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্ধকার জগতের এই কুখ্যাত নায়ককে হত্যা করেছিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে সন্ত্রাসবাদীদের অবাধ নিরাপদ বিচরণভূমি হিসাবে পাকিস্তানের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। এমনকি পাকিস্তান সরকার কে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষেত্রে ও সন্ত্রাসবাদীদের এক বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। এই সন্ত্রাসবাদীদের সুকৌশলে ব্যবহার করে ভারতবর্ষে একপ্রকার অশান্তির আবহ তৈরি করতে ও ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করতে পাকিস্তান নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই পাকিস্তানের মদতে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে নিরপরাধ সাধারণ নাগরিক রক্তাক্ত ও কলুষিত হয়েছে ভারতভূমি। যা স্বাভাবিক ভাবেই ভারত পাক সম্পর্কের ওপর এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

ভারতবর্ষের মাটিতে সংগঠিত নৃশংস, বর্বরোচিত ও অমানবিক সন্ত্রাসবাদী হামলার কয়েকটি নিদর্শন তুলে ধরা হল। ১৯৯৩ সালের ১২ই মার্চ ভারতবর্ষের অন্যতম ব্যস্ত ও কর্মচঞ্চল বাণিজ্য নগরী মুম্বাইতে ধারাবাহিক ভাবে ১২ টি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। এদের লক্ষ্য ছিল হোটেল, ব্যাংক, বাণিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতি। যে ঘটনায়

প্রায় ২৫৭ জন মারা গিয়েছিল ও আহত হয়েছিল প্রায় ৭১৩ জনের মতো। এই মর্মান্তিক ঘটনা সংগঠিত করার পেছনে নাম উঠে এসেছিল অন্ধকার জগতের মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের 'ডি কোম্পানির' নাম।

২০০৬ সালের ১১ই জুলাই সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ভারতবর্ষের বাণিজ্য নগরী মুম্বাইয়ের চলমান যাত্রীবাহী ট্রেনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই ট্রেন বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিল প্রায় ২০০ জনের অধিক মানুষ ও আহত হয়েছিল প্রায় ৬০০ এর অধিক মানুষ।

২০০৮ সালের ২৬ শে নভেম্বর আবারও সন্ত্রাসবাদীদের তাণ্ডবে আতঙ্ক-পুরিতে পরিণত হয়েছিল মুম্বাই নগরী। এবার সন্ত্রাসবাদীরা জলপথে এসে মুম্বাই নগরীর একের পর এক জায়গায় আক্রমণ শাণিত করেছিল। তাজ হোটেল, নরিম্যান হাউস, ওবেরয় ট্রাইডেন্ট, সহ ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস এর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সন্ত্রাসবাদীরা বোমা বিস্ফোরণ, গুলি চালনা সহ একাধিক মানুষ কে পণবন্দি করেছিল। ভারতীয় এন. এস. জি গোষ্ঠীর তৎপরতায় শেষপর্যন্ত জঙ্গিমুক্ত হয়েছিল মহানগরী মুম্বাই। এই অপারেশনটির নাম দেওয়া হয়েছিল "অপারেশন ব্ল্যাক টর্নেডো"। যেখানে মারা গিয়েছিল প্রায় ১৬৬ জন ও আহত হয়েছিল ৬০০ এর ও অধিক মানুষ। জীবিত আবস্থায় একমাত্র জঙ্গি আজমল কাসাব ধরা পড়েছিল। এই ঘটনার সঙ্গে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার নাম উঠে এসেছে। এই ঘটনার সহিত পাকিস্তানের যোগাযোগ পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও পাকিস্তান সরাসরি এই ঘটনার দায় নিতে অস্বীকার করেছিল।

এভাবেই সন্ত্রাসবাদীরা ভারতবর্ষের মাটিকে রক্তাক্ত করেছে, ও ভারতবর্ষে একপ্রকার অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করবার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০১ সালের ১৩ ই ডিসেম্বর সন্ত্রাসবাদীদের বুটের আঘাতে কলুষিত হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির 'সংসদ ভবন'। সম্প্রতি ২০১৬ সালের ২রা জানুয়ারি ভারতীয় বায়ু বাহিনীর বিমান ঘাঁটিতে জঙ্গি আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল। সন্দেহ করা হচ্ছে এই হামলার পেছনে জইশ ই মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা যুক্ত রয়েছে। একই বছর ১৮ই সেপ্টেম্বর জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত উরিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক ঘাঁটিতে সশস্ত্র জঙ্গি আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল। এই আক্রমণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৯ জন বীর জওয়ান প্রাণ হারিয়েছিল। এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের পেছনে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠন জইশ ই মহম্মদ এর নাম রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্যে সন্ত্রাসবাদীরা সেই দেশের মাটিতে আস্তানা স্থাপন করে ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। তাদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে ভারতবর্ষের নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিকবৃন্দ। ২০০১ সালের ৯/১১ ঘটনার পর থেকে এইসব সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারে বারে চাপ দিচ্ছে। কিন্ত পাকিস্তান সরকার তাদের বিরুদ্ধে সেরকম বড় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে ভারত পাক সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়েছে।

ভারত পাক শান্তি প্রক্রিয়া (Peace process between India and Pakistan) : পাকিস্তান ও ভারত দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতাই ভারত ও পাক সম্পর্কের শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে এক অন্তরায়। চিরশত্রু দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা থাকলেও বেশকিছু সময়ে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলেছিল। ভারত পাক সম্পর্কের মধ্যেকার শীতলতার অনুকূল পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্রের উদার ও মুক্ত মানসিকতাই অনেকাংশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ ভারত সর্বদাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ও যে কোন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাশ্মীর তাঁর ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। তাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সম্পর্ককে স্বাভাবিক করতে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল তাসখন্দ চুক্তি ১৯৬৬, সিমলা চুক্তি ১৯৭২, লাহোর চুক্তি ১৯৯৯ ও আগ্রা সামিট ২০০১। এছাড়া ভারত পাক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করবার জন্য বেশকিছু **Confidence Building Measures (CBM)** এর উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছিল। **Confidence Building Measures** বলতে কি বোঝায় তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে থাকি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ **Johan Jorgen Holst** এর সংজ্ঞায় -

According to Johan Jorgen Holst : "Confidence Building Measures (CBMs) may be defined as arrangements designed to enhance assurance of mind and belief in the trust-worthiness of states_ confidence is the product of much broader patterns of relations than those which relate to military security. In fact, the latter have to be woven into a complex texture of economic, cultural, technical and social relationships."[৮]

বিবদমান দুটি রাষ্ট্র একে অপরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবার জন্য বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছিল। কখনো দুটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে, বিদেশ সচিব পর্যায়ে, নিয়ন্ত্রণ রেখার সেক্টর কমান্ডোদের মধ্যে কথোপকথন এর মাধ্যমে পরিস্থিতি কে স্বাভাবিক করবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান যুগ্ম কমিশন তৈরি করা হয়েছে ১৯৮২ সালে, দুই রাষ্ট্র একে অপরকে পারমাণবিক দিক থেকে আক্রমণ করবে না বলে **Agreement of Non Attack -1988** স্বাক্ষরিত হয়েছে। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার জল সমস্যা সমাধানের জন্য **Indus Water Treaty – 1960** সম্পাদিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এর সময়কালে ভারত পাক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করবার জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি, শ্রীনগর মুজাফরবাদ বাস সার্ভিস, মুম্বাই করাচী ফেরি সার্ভিস, অমৃতসর লাহোর সমঝোতা এক্সপ্রেস ও দিল্লী লাহোর বাসযাত্রা। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর** একটি বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি-

My message to the people and rulers of Pakistan is, 'As neighbours, we want peace and friendship and cooperation with you so that together we can change the face of South Asia.' -Atal Bihari Vajpayee [৯]

এছাড়া ও সাংস্কৃতিক ক্রীড়া বিষয়কে কেন্দ্র করে দুটি রাষ্ট্র পারস্পারিক সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় ২০০১ সালে গুজরাটে ভূমিকম্প হয়েছিল। সেইসময় তৎকালীন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ ত্রাণ বোঝাই একটি প্লেন ইসলামাবাদ থেকে আমেদাবাদে পাঠিয়েছিলেন। অপরদিকে ২০০৫ সালে পাকিস্তানে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল সেখানে ভারত বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়ে সহায়তা করেছিলেন। এভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দুটি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করবার উদ্যোগ নিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে কতখানি আগ্রহি তাঁর বার্তা দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নওয়াজ শরিফের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে নিজে সশরীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে।[১০] ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ককে স্বাভাবিক করবার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা চিরস্থায়ী হয়নি।

কাশ্মীর সমস্যা ও মহাশক্তিধর রাষ্ট্র (Kashmir Crisis and Super-Power States) : কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে যে দুটি শক্তিধর রাষ্ট্রের নাম বিশেষ ভাবে যুক্ত তাঁর একটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরটি হল গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। বিশ্বের মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি বিশ্ব রাজনীতির ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করে নিজের প্রভাব কায়েম রাখবার জন্য, বিশ্বের যে কোন সমস্যার সঙ্গে তাঁরা নিজেদেরকে যুক্ত করে। কাশ্মীর সমস্যা ও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। তাই কাশ্মীর সমস্যা পর্যালোচনা করতে গেলে কাশ্মীর সমস্যার পেছনে মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের ভূমিকা পর্যালোচনা করা জরুরী।

কাশ্মীর ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা (Role of U.S.A on Kashmir issue): কাশ্মীর ইস্যুতে বর্তমান বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা শুরু থেকেই পাকিস্তান অভিমুখী ছিল। কাশ্মীর সমস্যার জন্মলগ্ন থেকে এই সমস্যার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে যুক্ত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থে দীর্ঘদিন কাশ্মীর

ইস্যুতে ভারতের দাবিকে কার্যত স্বীকার করতে চায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাশ্মীর নীতি অনুযায়ী কাশ্মীর একটি বিতর্কিত জায়গা এবং কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। শান্তিপূর্ণ ভাবে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হতে পারে প্রয়োজনে দুটি পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে তাঁরা মধ্যস্থতায় রাজি। যদি ও ভারত মনে করে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভারত কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের বিরোধী। ভারত দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ করে আসছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেবিষয়ে তেমন কর্ণপাত করেনি। এমনকি ১৯৯৮ সালের ১১ই মে ও ১৩ই মে পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও আরোপ করেছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের আমল থেকে ভারত ও মার্কিন সম্পর্ক এক ভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। ২০০১ এর নভেম্বরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দুটি দেশকে **"Natural Allies"** বলে অভিহিত করেছিলেন।[১১] ভারত মার্কিন সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় হতে শুরু করে ৯/১১ ঘটনার পর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে যখন সন্ত্রাসবাদীদের নগ্ন আক্রমণের শিকার হয়েছিল, তারপর থেকে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে নিজেকে সামিল করেছিল। ভারতবর্ষ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেইসময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান কে চাপ দিতে শুরু করেছিল যাতে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি নিয়ন্ত্রনে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই সময় থেকে ভারত মার্কিন সম্পর্ক একপ্রকার প্রাণ পেতে শুরু করে। ৯/১১ ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে, ভারতকে **'এক সম্ভাবনাময় বিশ্বস্ত মিত্র'** হিসাবে অভিহিত করেছেন।[১২] ভারত মার্কিন সম্পর্কের মিত্রতার ভিত আরও মজবুত হয়েছে, ভারত মার্কিন অসামরিক পারমানবিক চুক্তির মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর আইনসভা কংগ্রেসে পেশ করা বার্ষিক প্রতিবেদনে **(কান্ট্রি রিপোর্ট অন টেররিজম)** আমেরিকার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, পাকিস্তান এখন **'সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ স্বর্গরাজ্য'**। আমেরিকার এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে যে, ভারতের এতদিনের দাবি যুক্তিসঙ্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এধরণের রিপোর্টে একদিকে পাকিস্তান যেমন ক্ষুব্ধ, অপরদিকে তেমনি ভারত তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে। যা ভারত ও মার্কিন সম্পর্কের মৈত্রীর রসায়ন কে এক নতুন রূপদান করবে।

কাশ্মীর ইস্যুতে চীনের ভূমিকা (Role of China on Kashmir issue) : গণপ্রজাতন্ত্রী চীন একটি উদীয়মান শক্তি হিসাবে বর্তমান বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে। চীন শুধুমাত্র বিশ্ব বাজারে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে চীন ক্রমশ তাঁর অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছে। 'কাশ্মীর' হল এমন একটি এলাকা যার সীমান্তে রয়েছে চীন, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। কাশ্মীর ইস্যুতে চীনের ভূমিকাকে পর্যালোচনা করতে হলে দক্ষিণ এশিয়ার চলমান রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পর্যালোচনা করা উচিত। কাশ্মীর ইস্যুতে চীন কোন স্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করেনি। গতিশীল রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চীন তাঁর নীতি কৌশল বিভিন্ন সময় বদলেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে বিকাশশীল ভারত এর যাত্রাপথ কে প্রতিরোধ করবার জন্য চীন বিভিন্ন সময় কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের বক্তব্য কে পরোক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। এমনকি পাক ভারত যুদ্ধে চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছে ও পাকিস্তান কে সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে সহযোগিতার মাধ্যমে একদিকে চীন যেমন পাক অধিকৃত কাশ্মীরী ভূখণ্ডে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করছে ঠিক তেমনি পাকিস্তান কে ভারতের একটি শক্তিশালী শত্রু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। চীন মনে করে কাশ্মীর একটি বিতর্কিত এলাকা। চীন বিভিন্ন সময় কাশ্মীরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপক্ষে জোরদার সওয়াল করেছে। ১৯৬৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর চীন একটি নোট পাঠিয়েছিল ভারতকে সেখানে **চীনের অভিমত** ছিল-

> *"The Chinese government has consistently held that the Kashmir question should be settled on the basis of respect for Kashmiri people's right of self determination, as pledged by India and Pakistan. That is what is meant by China's non-involvement in the dispute between India and Pakistan. But non- involvement absolutely doesn't*

mean failure to distinguish between right and wrong; it absolutely does not mean that China can approve of depriving the Kashmiri people of their right of self determination"[১৪]

এমনকি ২০০৯ সালে চীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর এলাকার জনগণের জন্য পৃথক ভিসা চালু করেছিল।

চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সবসময় তিক্ত ছিল এমনটা নয়। বিভিন্ন সময় দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে একপ্রকার সৌহার্দের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে চীন যখন বিশ্বে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে দীর্ঘদিন স্বীকৃতি জানাইনি কিন্তু ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে চীনকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। চীনের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক **'পঞ্চশীল চুক্তি'** সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৯৯ কার্গিল যুদ্ধে মনে করা হয়েছিল চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করবে কিন্তু সেই আশঙ্কা দূরীভূত করে চীন নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল। তবে শধুমাত্র কাশ্মীর সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে চীন ভারত সম্পর্কের রসায়ন অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এর জন্য প্রয়োজন সিকিম, তিব্বত, অরুণাচল প্রদেশ, অকসাই চীন, তাইওয়ান ও দলাই লামা ইস্যুর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত চীন সম্পর্ক মূল্যায়ন করা জরুরী। ২০০৩ সালে বাজপেয়ী ও চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন চিয়াপাও এর মধ্যেকার বৈঠকে চীন ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। চীনের প্রকাশিত মানচিত্রের নতুন সংস্করণে সিকিম যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত তা স্পষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষ ও তিব্বত কে চীনের একটি স্বয়ংশাসিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্প্রতি (২০১৭) চীনে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত নিন্দা প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে। এই জঙ্গি সংগঠনগুলির তালিকায় পাকিস্তানের মাটিতে বিস্তার লাভ করা ভারত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বা ও জইশ-ই-মুহাম্মদ এর নাম রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই প্রস্তাবে চীনের সমর্থন যা একদিকে পাকিস্তানের প্রতি একধরনের সতর্কবার্তা অপরদিকে ঠিক তেমনি চীন ভারত সম্পর্ক নয়া পথে পরিচালিত হওয়ার এক শুভ সঙ্কেতের বার্তা বহন করে।[১৫]

ভারত পাক সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি (Recent trend of Indo-Pak Relation): সাম্প্রতিক কালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সম্পর্ক একাধিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে যে সমস্ত ইস্যু ভারত পাক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতির চালিকা শক্তির আসনে আসীন রয়েছে, সেই সমস্ত ইস্যুগুলির মধ্যে অন্যতম হল উরিতে জঙ্গি হামলা ও ১৮ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু, সিন্ধুর জল চুক্তি সমস্যা, **Surgical Strike**, অমরনাথ যাত্রীদের ওপর জঙ্গি আক্রমণ, ৩৭০ নম্বর ধারা, সেনা সংঘর্ষে নিহত জঙ্গি বুরহান ওয়ানি বিতর্ক, প্রাক্তন নৌ সেনার আধিকারিক কুলভূষণ প্রসঙ্গ, চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর, ডোকালা তে ভারত ও চীনের সেনাবাহিনীর মধ্যেকার স্নায়ুর লড়াই, পারস্পারিক বিবৃতি ও পালটা বিবৃতির লড়াই, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সীমান্তে ছায়া যুদ্ধ এসব কে কেন্দ্র করে চিরশত্রু প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। এই ইস্যুগুলি কিভাবে ভারত পাক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করছে তা বর্তমানে শুধু দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নয় বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

ভারত পাকিস্তান সহোদর দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্কের উত্তাপ ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে জম্মু কাশ্মীরের উরিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনা ঘাঁটিতে ২০১৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জঙ্গিদের কাপুরুষোচিত আক্রমণের শিকার হয় ১৮ জন ভারতীয় সেনা। শুধু তাই নয় পাকিস্তানের তরফ থেকে সীমান্তে চোরাগোপ্তা জঙ্গি আক্রমণ ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। এমনকি পাক বাহিনী যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম কানুন কে লঙ্ঘন করে পৈশাচিক নির্মম ভাবে মধ্যযুগীয় কায়দায় অত্যন্ত বর্বরোচিত অমানবিকভাবে দুই ভারতীয় সেনা জওয়ান কে হত্যা করে তাঁর শিরচ্ছেদ করে। ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণঘাঁটি সেক্টরের কাছে। সেইসময় ভারতীয় সেনাবাহিনী দুই জওয়ান পেট্রলিং করেছিল, সেইসময় পাকিস্তানের বর্ডার অ্যাকশন টিম বা ব্যাট বিনা প্ররোচনায় রকেট ও মটার বর্ষণ করতে থাকে। এই ঘটনায় নিহত হয় দুজন ভারতীয় সেনা। তারপর তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করে তাঁরা নিয়ে চলে যায়। পাক সেনাবাহিনীর

জঘন্য ও কদর্যতম আক্রমণের তীব্র নিন্দা ভারতীয় সেনাবাহিনী করেছে।[১৬] স্বাভাবিকভাবে ভারত তাঁর যোগ্য জবাবের কথা বলেছে। ভারত পাকিস্তান কে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য ২৮ শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ মধ্যরাত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অস্থায়ী জঙ্গি ক্যাম্পগুলির ওপর আক্রমণ সংগঠিত করেছে, এর ফলে কমপক্ষে ৩৫ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে ভারতীয় সেনাসূত্রে খবর।সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দুই পাক সেনার। ভারতীয় সেনার **ডি. জি. এম ও রণবীর সিংহ** জানিয়েছেন-

> *"পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি গতিবিধির সুনির্দিষ্ট খবর ছিল আমাদের কাছে। বহু জঙ্গি নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে বিভিন্ন লঞ্চিং প্যাডে এসে ভারতে ঢোকার চেষ্টায় ছিল। জম্মু-কাশ্মীরে এবং ভারতের অনেকগুলি বড় শহরে নাশকতা চালানোর পরিকল্পনা ছিল তাদের। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই ভারতীয় বাহিনী নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে হামলা চালায়। এই আক্রমণে বহু জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে।"*[১৭]

পাকিস্তান সরকার ও সেনা **Surgical Strike** এর কথা অস্বীকার করেছে। যদিও ভারতের পক্ষ থেকে এই ঘটনার ওপর ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করা হয়েছে যে, কিভাবে ভারতীয় সেনা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অস্থায়ী জঙ্গি শিবিরগুলি ধংস করে নিরাপদে আবার ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তান সরকার ও সেনা উভয়ই ভারতের এধরনের সাফল্যকে স্বীকৃতি জানায়নি, কারণ এর ফলে নিজেদের সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা যেমন প্রকাশিত হবে ঠিক একইভাবে ভারত যে দীর্ঘদিন দাবি করে আসছে পাকিস্তান সরকারের মদতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করবার জন্য বেশকিছু অস্থায়ী জঙ্গি ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে এই দাবিকে কার্যত পাকিস্তান স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হবে। তাই পাকিস্তানের পক্ষথেকে দাবি করা হয়েছে কোনপ্রকার **Surgical Strike** এর ঘটনা ঘটেনি। তবে ভারতীয় সেনা যেভাবে বিনা পরচোনায় সীমান্তের ওপার থেকে গুলি চালায় এর ফলে দুই পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী **নওয়াজ শরিফ** এই ঘটনা তীব্রভাষায় নিন্দা করেছে। তিনি বলেছেন-

> *"আমরা এই হামলার নিন্দা করছি। শান্তির লক্ষ্যে কাজ করছি বলে আমাদের যদি কেউ দুর্বল ভাবে, তা হলে ভুল হবে।"*[১৮]

এই বিষয় কে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

২০১৭ সালের ১০ই জুলাই কাশ্মীরের অনন্তনাগে অমরনাথ যাত্রীবাহী বাসের ওপর জঙ্গিদের আক্রমণ ঘটে। এই আক্রমণে ৭ জন অমরনাথ যাত্রী মারা যান।[১৯] ঘটনাচক্রে এরা সবাই গুজরাট রাজ্যের অধিবাসী। নিরস্ত্র মানুষ যখন ভগবানের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে পূর্ণ লাভের জন্য পবিত্র অমরনাথ যাত্রায় সামিল হয় সেই সময় অতর্কিতে রাত্রিবেলা জঙ্গিদের এই ধরনের আক্রমণ নির্মম অমানবিক হিংস্র মানসিকতার পরিচয় বহন করে। অমরনাথ যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে একদিকে পবিত্র অমরনাথ যাত্রা বন্ধকরা ও অপরদিকে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করা এই হীন মানসিকতা থেকে জঙ্গিরা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে অমরনাথ যাত্রীদের বেছে নিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। অতীতে ২০০০ সালে জঙ্গিদের আক্রমণে নিহত হয়েছিল ৩০ জন অমরনাথ যাত্রী। এভাবেই এরা ভারতের অভ্যন্তরে অস্থিরতা তৈরির ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। তবে আশার কথা এই যে, এই ঘটনার পরে ও পবিত্র অমরনাথ যাত্রা বন্ধ হয়নি। মানুষজন দ্বিগুণ উৎসাহে সরকারী কড়া নিরাপত্তার মধ্যে পবিত্র অমরনাথ যাত্রায় নিজেদেরকে সামিল করেছে, এমনকি কাশ্মীরি মুসলিম মানুষজন ও অমরনাথ যাত্রীদের সকল প্রকার সহযোগিতায় নিজেরা এগিয়ে এসেছে। কাশ্মীরের অধিবাসীরা এধরনের জঙ্গি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছে।

অপরদিকে পাকিস্তান বিশ্ব দরবারে ভারত কে কালিমালিপ্ত করবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার মঞ্চকে আবারও ব্যবহার করল। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **নওয়াজ শরিফ** সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায়

(২০১৬)কাশ্মীর ইস্যুকে আবারও তুলে ধরলেন এবং সুকৌশলে তিনি উরির ঘটনাকে এড়িয়ে গেলেন। সেনা সংঘর্ষে নিহত জঙ্গি বুরহান ওয়ানিকে সাধারণ কাশ্মীরীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নয়া ইনতিফাদা -র (বিদ্রোহ) প্রতীক হিসাবে তিনি অভিহিত করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি বলেন-

> *"কাশ্মীর সমস্যা না মিটলে শান্তি ফিরবে না। কিন্তু আলোচনার জন্য ভারত সর্বক্ষণ পূর্বশর্ত চাপিয়ে রাখে। ভারতকে বুঝতে হবে, আলোচনা করে সে পাকিস্তানকে ধন্য করছে না।"*[১৯]

এভাবে তিনি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান না হওয়ার জন্য ভারতকে দায়ী করলেন। অপরদিকে ভারত পাকিস্তানের এই বক্তব্যের সমুচিত জবাব দিয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র **বিকাশ স্বরূপ** টুইট করে জানিয়েছেন-

> *'বুরহান ওয়ানিকে মহিমান্বিত করে শরিফ সন্ত্রাসের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কটা বুঝিয়ে দিলেন।*[২০]

এই বুরহান ওয়ানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের মধ্যেকার চাপানউতোর দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছে।

ভারতের প্রাক্তন নৌ সেনার আধিকারিক কুলভূষণ যাদব কে পাকিস্তান বালুচিস্তান থেকে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। পাকিস্তান তাদের সেনা আদালতে বিচারে কুলভূষণ যাদব কে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়। ভারত জানিয়েছে কুলভূষণ নির্দোষ তাকে বিনা কারণে চরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদি সেনা আদালতের নির্দেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে তা ভারত পাক সম্পর্কের ওপর প্রভাব পড়বে। ভারত মৃত্যুদণ্ড রোধ করবার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দ্বারস্থ হয়। আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশে কুলভূষণ যাদবের ফাঁসি আপাতত স্থগিত রয়েছে।[২১] আন্তর্জাতিক আদালতের এই নির্দেশ ভারতের কাছে এক বড় জয় হিসাবে দেখছে আন্তর্জাতিক মহল। অপরদিকে পাকিস্তানের কাছে এ এক বড় ধাক্কা। এর ফলে পাকিস্তান কার্যত হতাশ এমনকি পাক সংবাদ মাধ্যমে ও পাকিস্তান সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়েছে। এনিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাকযুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

সমসাময়িক কালে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। এই সম্পর্কের বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে **'চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর'** তৈরির মধ্য দিয়ে। যেখানে চীন বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এই প্রকল্পটি চীন ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে গেছে। বিশেষ করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট ও বালটিস্তান এর মধ্য দিয়ে প্রস্তাবিত **'চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর'** টি গেছে এর ফলে ভারত এখানে আপত্তি জানিয়েছে। ভারত বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে ও জানিয়েছিল কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। সম্প্রতি **রাষ্ট্রপুঞ্জের এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্টে** আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর' চালু হলে কাশ্মীর সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। এনিয়ে ভারত পাক সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।[২২] সেইসঙ্গে চীন ভারত ও ভুটান এর ডোকালাম সীমান্তে রাস্তা তৈরি ও সেনা মোতায়েন কে কেন্দ্র করে ভারত ও চীনের মধ্যেকার নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চীন ও পাকিস্তান আরও নিকটে আসতে শুরু করেছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপসংহার (Conclusion): বর্তমান বিশ্বে যে কয়েকটি সমস্যার এখনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি তাদের মধ্যে অন্যতম হল 'কাশ্মীর সমস্যা'। এই সমস্যা সমাধান না হওয়ার পেছনে দায়ী বিবদমান রাষ্ট্রগুলির অনড় মানসিকতা, কট্টর মৌলবাদী সংগঠনগুলির বিভ্রান্তি মূলক প্রচার, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও বিশ্বের মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলির এই সমস্যাকে শিখণ্ডী করে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির অশুভ প্রচেষ্টা। দক্ষিণ এশিয়ার স্থায়ী শান্তি, প্রগতি, অগ্রগতি ও বিকাশের স্বার্থে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান জরুরী। বিবদমান রাষ্ট্রগুলির দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনায়কদের একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, অস্ত্রের কিংবা যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই

যে, অনেকসময় রাষ্ট্রনায়করা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন বিবৃতি দিয়ে থাকে এর ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যেমন পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি **Zulfikar Ali Bhutto** একসময় অভিমত প্রকাশ করেছিলেন –

> ***"We (Pakistan) will eat grass, even go hungry, but we will get one of our own (Atom bomb)".... We have no other choice!*** [২৩]

ফলশ্রুতিতে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে একপ্রকার যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়, যা শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এবিষয়ে আমরা নোবেল শান্তি পুরষ্কার জয়ী আর্চবিশপ **ডেসমন্ড টুটু** এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি –

> ***"If you want peace, you don't talk to your friends. You talk to your enemies" - Archbishop Desmond Tutu*** [২৪]

ইতিমধ্যে দুটি রাষ্ট্র বেশ কয়েকবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এর ফলে উভয় রাষ্ট্রই আর্থিক, সামরিক, বাণিজ্যিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ব্যাহত হয়েছে উন্নয়ন মূলক কর্মযজ্ঞ, সর্বোপরি উভয় রাষ্ট্রই হারিয়েছে তাদের দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধাদের, অপরদিকে লাভবান হয়েছে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি **আইজেনহাওয়ার** এর একটি উক্তি উল্লেখ করতে পারি-

> ***'প্রতিটি বন্দুক তৈরি, প্রতিটি রণতরী জলে ভাসানো, প্রতিটি রকেটে আগুন ধরানোর অর্থ শেষ পর্যন্ত হল— যাঁরা ক্ষুধার্ত, যাঁদের খাবার নেই, যাঁরা শীতে কুঁকড়ে রয়েছেন, যাঁদের শীতবস্ত্র নেই, আসলে তাঁদের থেকে চুরি করা।*** [২৫]

তাই উভয় রাষ্ট্রের উচিত মুক্তমনে এমন এক প্রকার পরিবেশ তৈরি করা যাতে নিজেদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভয়ের পরিবেশ দূর হয়, পরিবর্তে বিশ্বাস, আস্থা ও সৌহার্দের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে অতীতে ও এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু দুটি রাষ্ট্র শান্তি প্রক্রিয়ার ওপর নিজেদের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যায় তাহলে বিশ্বের কাছে তা এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। এবিষয়ে আমরা প্রাক্তন ভারতের রাষ্ট্রপতি **প্রণব মুখোপাধ্যায়** এর একটি উক্তি উল্লেখ করতে পারি-

> ***"Let Jammu and Kashmir lead the way in the building of a new future for India. Let it set an example to the rest of India and the world by showing how the entire region can be transformed into a zone of peace, stability and prosperity."*** [২৬]
>
> ***-Pranab Mukherjee***

অন্যথায় দক্ষিণ এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে কাশ্মীর সমস্যা এক অশনি সঙ্কেতের ইঙ্গিত বহন করছে।

তথ্যসূত্র (Reference) :

১।Census in India (2011) .
২।State Wise Religion Data in India (2011).
৩।Jammu and Kashmir Districts - Religion (2011)
৪। Jammu and Kashmir,Wikipedia.

৫। Cheema, Musarat. Javed., Pakistan – India Conflict with Special Reference to Kashmir, *A Research Journal of South Asian Studies (Vol. 30, No.1, pp. 45 – 69). January – June, 2015.*

৬। Mir, Mushtaq., Ahmad. India –Pakistan; the History of Unsolved Conflicts, *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) (Volume 19, Issue 4, Ver. II, PP 101-110*). *Apr, 2014.*

৭। www.azquotes.com/quote

৮। Salik, Naeem,. Ahmad. Brigadier (Retired).Confidence Building Measures between India and Pakistan.

৯। https://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/atal_bihari_vajpayee.html

১০। রায়, অগ্নি. শুভ জন্মদিন নওয়াজ, দিল্লি ফেরার পথে মোদী হঠাৎ লাহৌরে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১৫.

১১। ঘোষ, অঞ্জনা. ঠাণ্ডাযুদ্ধ- উত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংকট ও প্রবণতা, (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ২৪২).

১২। চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ., এবং নন্দী, দেবাশিষ. তত্ত্ব ধারণা ও বিষয়- বিতর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৩০).

১৩। পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদীদের 'নিরাপদ স্বর্গরাজ্য' ঘোষণা করল আমেরিকা, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৯ জুলাই, ২০১৭.

১৪। Bukhari, Syed Waqas., Haider. & Miss Parveen, Tahira. China's Approach towards Kashmir Conflict: A Viable Solution JPRSS, (Vol. 1, No. 1). July, 2014.

১৫। দত্ত, সমৃদ্ধ. পাকিস্তানের নাম করে সন্ত্রাসবিরোধী প্রস্তাব পাশ ব্রিকসে, সায় দিল চীনও, বর্তমান পত্রিকা, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭.

১৬। দুই জওয়ানের মুণ্ডচ্ছেদ পাক সেনার, বদলার শপথ ভারতের, সংবাদ প্রতিদিন, ১লা মে, ২০১৭.

১৭। নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে হামলা ভারতের, বিধ্বস্ত ৭ জঙ্গি ঘাঁটি, আনন্দ বাজার পত্রিকা , ২৯ সেপ্টেম্বর ,২০১৬.

১৮। কড়া নিন্দা করেও পাক দাবি, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়নি, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬.

১৯। ইউসুফ, সাবির., ইবন. অমরনাথে জঙ্গি হামলা, হত ৭ পুণ্যার্থী, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১১ই জুলাই, ২০১৭.

২০। স্বাধীনতা যোদ্ধার তকমা বুরহানকে, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬.

২১। কুলভূষণ মামলায় ধাক্কা, পাক মিডিয়ায় নওয়াজরা তীব্র সমালোচনার মুখে, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৮ই মে, ২০১৭.

২২।চিন-পাকিস্তান করিডর নিয়ে শঙ্কা রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টেই, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৫ শে মে, ২০১৭.

২৩। sunday-guardian, 'We'll eat grass but build the bomb' http://www.sunday-guardian.com/analysis/well-eat-grass-but-build-the-bomb.

24। https://www.pinterest.com/pin

25। অস্ত্র যেখানে পণ্য, যুদ্ধ সেখানে বিজ্ঞাপন…, ০৩ অক্টোবর, ২০১৬, http://blog.bdnews24.com/mrinaldas/193777

২৬। Ashiq, Peerzada. Violence will lead nowhere, be part of India's future: Pranab to Kashmiri youth, Hindustan Times, Sep 27, 2012.